

112113 - উপর্যুপরি কবির গুনাতে লিপ্ত ব্যক্তির মারা গেলে তাদের শেষ পরিণতি

প্রশ্ন

আল্লাহ তাআলার বাণী: “ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী— তাদের প্রত্যেককে একশত বেদ্রাঘাত করবে”, এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: “আর যারা সচ্চরিত্রা নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে না আসে, তাদেরকে তোমরা আশিটি বেদ্রাঘাত কর।” এবং আল্লাহ তাআলার বাণী: “আর পুরুষ চোর ও নারী চোর— তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও; তাদের কৃতকর্মের ফল ও আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” এরা যারা এ ধরনের কবির গুনাতে লিপ্ত হয় এবং তাদের উপর শরিয় শাস্তি কায়েম করার মত কেউ না থাকে এবং তারা তাওবা না করে মারা যায়; তাহলে কিয়ামতের দিন তাদের হুকুম কি হবে?

প্রিয় উত্তর

“আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো: মুসলমানদের মধ্যে কেউ যদি ব্যভিচার, অপবাদ-আরোপ, চুরি ইত্যাদির মত কবির গুনাতে উপর্যুপরি লিপ্ত অবস্থায় মারা যায় তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছার অধীন থাকবে। তিনি চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর তিনি চাইলে তাকে উপর্যুপরি লিপ্ত কবির গুনাহটির জন্য শাস্তি দিবেন। তবে তার শেষ পরিণতি হবে জান্নাত। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন: “নিশ্চয় আল্লাহ শিকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না; এর চেয়ে লঘু গুনাহ তিনি যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।” [সূরা নিসা, আয়াত: ৪৮]

এবং এই মর্মে সহিহ ও মুতাওয়াতিহ হাদিসগুলোর কারণে; যে হাদিসগুলো প্রমাণ করে যে, গুনাহগার ঈমানদারদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। উবাদা বিন সামেত (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে: “আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। তখন তিনি বললেন: তোমরা কি আমার হাতে এই মর্মে বাইআত (অঙ্গীকার) করবে না যে, তোমরা আল্লাহর সাথে শিক করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না...?! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পূর্ণ করবে সে আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান পাবে। আর যে ব্যক্তি এর কোনটিতে লিপ্ত হবে এবং তাকে এর দণ্ড দেওয়া হবে তাহলে এই দণ্ড তার জন্য প্রতিকার হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এর কোনটিতে লিপ্ত হয়েছে; কিন্তু আল্লাহ তার বিষয়টি গোপন রেখেছেন; তার সিদ্ধান্ত আল্লাহর কাছে। তিনি চাইলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন এবং চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন।”

আল্লাহই উত্তম তাওফিকদাতা, আমাদের নবী মুহাম্মদের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীবর্গের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। [সমাপ্ত]

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি।

শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফিফি, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বিন গাদইয়ান, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বিন কুযুদ।

[ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়িমা (১/৭২৮)]